সতীপীঠ বহুলা-৩য় খণ্ড

অসীম কুমার রায়

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শরণম্॥

BAN OM

ভারতবর্ষের একান্নপীঠের সতীপীঠ “বহুলা” দেবী কেতুগ্রামে অবস্থিত।

॥তৃতীয় ভাগ॥

॥প্রথম অধ্যায়॥

"এ নিবেদন শ্রীচরণে মাগো।
অধম সন্তান ত্রানে কৃপাকরি জাগো॥
মহিষ-মর্দ্দিনীরূপা অসুর সংহার।
কৃপাময়ী তব কৃপা অনন্ত অপার॥
ষত্ব নত্ব জ্ঞানহীন আমি দুরাচারী।
নর-জন্ম বৃথা মোর মা ত্রিপুরারী॥
শবারূঢ়া 'বহুলা' করাল বদনা।
রক্ত রঞ্জিত অঙ্গ বিকট দশনা।
মায়া জালে বদ্ধ মাগো কাঁদে সদা প্রাণ।
অধম এ সন্তানে দিস পায়ে স্থান॥"

BANGLADARSHAN.COM

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথমখণ্ড বর্দ্ধমানের ইতিহাসের লেখক শ্রীসত্য কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কুব্জিকা তন্ত্রে পাওয়া যায়–তন্ত্রযুগের একান্নটি পীঠস্থানের কয়েকটি পীঠ এই জেলায় আছে।

যথা:

১) উজানি–(মঙ্গলকোট)

২) ক্ষীরগ্রাম–(মঙ্গলকোট)

৩) বহুলা–(কেতুগ্রাম)

এই ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। গীতা এই দেশকে 'ধর্মরাজ্য' বলিয়াছেন। ইহার মূল ধর্ম–রামায়ণের 'চারণ' আজিও গান করিতেছে–

"জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী।
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু রাবণ-দর্পহারী॥"

এ দেশে ধর্ম আগে তাহার পর রাজা। মৌর্য্যযুগের চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, অশোক, মারাঠাযুগের রামদাস শিবাজী, পাঞ্জাবের গুরুনানক ও শিখ (শিষ্য) জাতির কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মুসলমান যুগে রাজা ধর্ম গুরু ছিল। ইংরেজের যুগে বৈশ্যরা। ইংরেজেরা তাহাদের বৈদেশিক ভাব ও বৃথা-গৌরব (১) রক্ষার চেষ্টায় প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে। ইহারা যে গুণে ভারতের মনোজয় করিয়াছিল সেটি সেদিন তাহার স্বরূপ প্রকাশ

করিল, তখনই বিরোধ আরম্ভ। ইংরাজ মিশনারী আনিল ১৭৮২ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে। দেশকে খৃষ্টান সাহেব বানাইবার চেষ্টা করিল, আর যায় কোথা "Pride goes before fall" অত্যুচ্ছ্রায়ং পতন-হেতুঃ। ধর্ম ব্যতীত অপর কিছুতেই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি সমাজনীতি, রাস্তা, ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুভিক্ষ গ্রস্তকে অন্নদান, এসব কিছুকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়ত হবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য–স্বামীজী।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ধমানের ইতিহাসের লেখক শ্রীসত্য কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রাম–বহুলা দেবীর (দেবীর বাহু, অম্বলগ্রাম ষ্টেশন, এ, কে, আর ৫১ পীঠের পীঠ) ও ভৈরব মন্দির।

পরিশিষ্টাংশ:-

বর্ধমান জেলার থানা/তিন হাজার ও তদুর্দ্ধ লোকের বসতি ওয়ালা গ্রাম/প্রধান নদী ও কয়েকটি বিশেষ স্থানের ভৌগলিক বিবরণ।

১) কেতুগ্রাম থানা/কাটোয়া মহকুমা/আ-১৩৭/লো-৯৭, ৫৩০/ঘ-৭১১।

২) কেতুগ্রাম–গ্রাম/থানা কেতুগ্রাম/লো-৩২৩৩/ডিস, হাই, ডাকঘর, প্রাইবিদ্যা।

BANGLADARSHAN.COM

কেতুগ্রাম থানা:-

কেতুগ্রাম–থানা, মহকুমা–কাটোয়া, আ-১৩,৭২৩, লো–৯৭,৫৩০, সা–১৮,৭৭১, মৌ-১১৭।

কেতুগ্রাম–গ গ্রা, পোঃ, রে আঃ, থা, ডিঃ হাই, ইউ, প্রাকীর্ত্তি, টোল, লো–৩২৩৩।

৩) বহুলা–গ্রা, তীর্থ।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ধমান চর্চার লেখক (সম্পাদক মণ্ডলী-সভাপতি–বারিদ বরণ ঘোষ/প্রধান সম্পাদক–শ্যামা প্রসাদ কুণ্ডু/সম্পাদক–সমীরণ চৌধুরী মহাশয় দ্বয়দের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বর্ধমান চর্চা: এছাড়া রাঢ় বাংলার এই জেলাটিতে বহু স্থান রয়েছে যেগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নজির এবং এখানকার মানুষের ধর্ম-কর্ম ও ঐতিহ্যপূর্ণ বিশেষত্বের মধ্যে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা, শুশুনিয়া তারিক্ষী মাতার পূজা, এরুরার গ্রামে দক্ষিণাকালী পূজা, কেতুগ্রামে বহুলা পূজা, বরাকরের দেউল, আসানসোলে ঘাগর বুড়ীচণ্ডী পূজা, বোড়ো গ্রামে বলরামের পূজা, চোৎখণ্ডে ঝাপান উৎসব ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র মঙ্গলকোট, ভাস্কর প্রাচীন গ্রাম দাঁইহাট ও পাতুনের ঐতিহ্য, অম্বিকা কালনার নিকটবর্তী বাঘনাপাড়ার গোস্বামী পরিবারের বৈষ্ণব সাংস্কৃতির ঐতিহ্য, ক্ষীরগ্রাম, কেতুগ্রাম, মাঝিগ্রাম ইত্যাদি তান্ত্রিক পীঠস্থান বেষ্টিত শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণব সংস্কৃতির

বিস্তৃতি, কুলীনগ্রামে বৈষ্ণব কবি মালাধর বসু ও দামিন্যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে যা এখানে স্থানাভাবে সম্ভব হলো না।

৩০শে নভেম্বর ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ, বর্ধমান চর্চার লেখক (প্রধান সম্পাদক–সমীরণ চৌধুরী) মহাশয় লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল:-

রাঢ়বঙ্গ তন্ত্রসাধনার স্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে যে ৫১টি শক্তিপীঠ বা মহাপীঠের কথা উল্লিখিত তার মধ্যে রাঢ় বঙ্গেই ৯টি (নয়টি) মহাপীঠ পড়ে।

বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গে শাক্ত আরাধনায় বেদের প্রভাব স্পষ্ট। বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গে এমনকি বৃহৎবঙ্গে ও শাক্তপূজার মূল উপাদান বেদ থেকে গৃহীত হলে ও আঙ্গিক পুরোপুরি বৈদিক নয়। তন্ত্র তার সাধন ধারার প্রায় সকল উপাসনা বেদ থেকে গ্রহণ করেও নিজের ভিন্ন স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। বেদে যে সকল খুব গূঢ়ভাবে উল্লিখিত ছিল তন্ত্রে সে সকলের বিস্তার দেখতে পাওয়া গেছে।

কাটোয়ার আখড়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালী, আদরার জয়দুর্গা, উজানি কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী, উড়োগ্রামের সিংহবাহিনী জয়দুর্গা, মন্তেশ্বরের করন্দায় মহিষমর্দ্দিনী করন্দেশ্বরী, কালিগ্রামে অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী জয়দুর্গা, বরাকর হতে ৮ (আট) কিলোমিটার দূরবর্তী কল্যানেশ্বরী, কাইতি গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী, বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী, মেমারীর কানপুরে মহিষমর্দ্দিনী সর্বমঙ্গলা, বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা, কলিকাপুরে জয়দুর্গাকালী, ভাতাড়ের কালিপাহাড়ীর মঞ্জুলায় হংসের উপর উপবিষ্ট ব্রহ্মাণীদেবী, বর্ধমানের কুড়মুনে হস্তিপৃষ্ঠে ইন্দ্রানীদেবী, শহর বর্ধমানের শ্যামবাজারে পুরাতন নিমকাঠের কালী, কেতুগ্রামের বহুলা মহাপীঠ, মাঝিগ্রামে চতুর্ভূজ সিংহবাহিনী শাকম্ভরী, মঙ্গলকোটের কোঁয়ারপুরের এবং ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা, দাঁইহাটের পাতাইচণ্ডী, একাইচণ্ডী প্রভৃতি অসংখ্য শক্তি পীঠ সমগ্র বর্ধমানে ছড়িয়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

২০০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির লেখক এককড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বিভিন্ন ধর্ম ও দেবদেবী:-পুরাণ মতে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে উন্মত্তবৎ নৃত্য করতে থাকেন, বিষ্ণু সেই দেহ সুদর্শন চক্রদ্বারা ছেদন করেন। দেহের বিভিন্ন অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়ে। সেই সব স্থান হয় মহাপীঠস্থান।

কেতুগ্রাম:-কেতুগ্রামের বহুলা মহাপীঠ, এখানে দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক, ভৈরব কার্তিক গণেশ সহ দেবী দুর্গার মূর্তি।

কেতুগ্রামের বহুলা:-কেতুগ্রামে যে সতীর বামবাহু পড়েছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। কিন্তু গ্রামে ভীরুকের কোন মূর্তি নেই।

বহুলার মূর্তি কৃষ্ণ প্রস্তরের (কষ্টি প্রস্তরের) নির্মিত প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ দুর্গামূর্তি। ডান পাশে গণেশ ও বামপাশে কার্তিক। শারদীয়া দুর্গাপূজায় মহাধূমধামের সঙ্গে দেবীর পূজা ও ছাগবলী এবং মহিষ বলি হয়।

বহুলা দেবীর মন্দিরে ভীরুক ভৈরবের সন্ধান:-কেতুগ্রামের সতীপীঠ বহুলা দেবী তিন থাক বিশিষ্ট বেদীর উপর, যথাক্রমে–প্রথম বেদী ও দ্বিতীয় বেদী ষোড়শো সহস্র পদ্মের দ্বারা তৈরি এবং তৃতীয় বেদী হচ্ছে শিবলিঙ্গ, বহুলাদেবী ষোড়শো পদ্মের উপর শিবলিঙ্গের উপর দণ্ডায়মানা, দেবী চতুর্ভূজা। কালাপাহাড়ের অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন, কালাপাহাড় বহুলা দেবীর নিচের দুটি হাত কাটিয়া দেন ও বহুলা দেবীর নাকের ডগ (উচ্চ স্থানটি) কাটিয়া দেন এবং বহুলা দেবীর ডান চোখের ভুরু কাটিয়া দেন। সেইজন্য বারোমাস কাপড় পরানো থাকে। বহুলা দেবী যুগ্মমূর্তি, শিব ও শক্তি একত্রে বিরাজ করিতেছেন।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারতের তীর্থ পথ নির্দেশের লেখক ভূপতি রঞ্জন দাস মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।
কেতুগ্রাম:-প্রাচীন নাম বেহুলা (হবে বহুলা)। বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা এটিকে একান্নপীঠের এক পীঠ বলে দাবী করেন। তাদের মতে এখানে দেবীর বাম বাহু পড়েছে। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। প্রাচীন মন্দির। কাটোয়া থেকে ১৭ (আট) কিমি। কাটোয়া ও বর্ধমান থেকে বাস যাতায়াত করে।

BANGLADARSHAN.COM

॥প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥দ্বিতীয় অধ্যায়॥

২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাঢ় বাংলার সংস্কৃতির ধারার (একের মধ্যে একশ এক) লেখক নীরদ বরণ সরকার মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

সতীপীঠ বহুলাক্ষী:-কেতুগ্রামের একটি পট্টী বহুলাপুর। এই বহুলাপুরেই অবস্থান করছেন দেবী বহুলা একটি ছোট মন্দির। তাঁরই নাম অনুসারে এই বহুলাপুরের নামকরণ হয়েছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে সতীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল। বহুলা দেবীর মন্দিরের কাছে যে পুষ্করিণীর ঘাট, সেই ঘাটের ভাঙ্গা পাথরগুলি দেখলে এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না।

বহুলার উচ্চতা সাড়ে তিন হাত, কাল পাথরের অতি সুন্দর মূর্তি। দেবীর ডান দিকে গণেশ ও বাঁদিকে শক্তিধর। মূল মূর্তি সবসময় কাপড় দিয়া ঢাকা। মায়ের চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অপর দুই হাত বর ও অভয় এবং অবশিষ্ট হাতে দর্পণ। পদ্মাসনে মা উপবিষ্টা। এই মূর্তির এক পাশে গণেশ ও অপর পাশে কার্তিকের মূর্তি। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত মানসে উল্লেখ আছে বহুলার ভৈরবের নাম ভীরুক।

জনশ্রুতি:-রাও পদবীধারী জমিদাররাই বহুলা দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এই রায় পদবীধারা বংশধররা দেবীর সেবাইত।

BANGLADARSHAN.COM

কেতুগ্রামের সতীপীঠ বহুলা দেবী প্রতিষ্ঠাতা রাও পদবী বলে কোন পরিবার ছিল না ও বর্তমানেও নাই। বহুলা দেবীর প্রতিষ্ঠাতা কে বা কাহারা, মনে হয় গুপ্তযুগের সময় বা তারও পূর্ব হইতে বহুলা দেবীর পূজা অর্চনা হইতেছে।

১৩৭৯ সালে ২৮শে মাঘ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলার লুপ্ত দেবদেবী ও উৎসবের লেখক সুনীল ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

১) বহুলা ও কেতুগ্রামে বহুলাদেবী ও ভীরুক ভৈরক।
২) ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরক ভৈরব।
৩) বক্রেশ্বর মহিষমর্দ্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

১৩৭৩ সালে প্রকাশিত বর্ধমান পরিচিতির লেখকদ্বয় অনুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রাম:-এই নামীয় থানার সদর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেতুগ্রাম ছিল তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল। কেতুগ্রামের বহুলার মন্দির ইহার স্মারক হিসাবে বিদ্যমান। কেতুগ্রাম একটি সমৃদ্ধশালী পল্লী।

কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা, অন্য একটি পীঠস্থান। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। ইহার বামে শক্তিধর ও দক্ষিণে গণেশ। প্রতি বৎসর মহানবমীতে এই দেবীর মহাপূজা হয়।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে দমদম নিবাসী শ্রীযুক্ত শক্তি কিঙ্কর লাহা রায় মহাশয় কেতুগ্রামে সতীপীঠ বহুলা দেবীর মন্দিরে আসিয়াছিলেন, উনি একজন সাধক এবং বলিলেন যে এই তীর্থস্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে বহুলা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই দেবী খুবই জাগ্রত দেবী। বহুলা দেবী এই অঞ্চলের মানুষদের আপদ-বিপদ, অসুখ-বিসুখ ও দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করে চলে আসছেন যুগ যুগ ধরে এবং জুগিয়ে আসছেন সাহস ও শক্তি।

১২৮১ সংবৎ মুদ্রিত পুস্তকের নাম শব্দকল্পদ্রুমের লেখক স্যার রাজরাধাকান্ত বাহাদুর মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই সকল তথ্য উল্লেখ করা হইল।

শব্দকল্পদ্রুম–তৃতীয় কাণ্ড–পীঠ/পৃষ্ঠা–২১৪৭ পাতা হইতে ২১৫০ পাতা দেখুন এবং বহুলা পৃষ্ঠা–২৭৪৪ দেখুন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণুচক্র ক্ষতেন চ//ম মান্য বপুষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যত।

পৃষ্ঠা–২১৪৭ হইতে ২১৫০ পর্যন্ত।

BANGLADARSHAN.COM

শ্লোক–

“বহুলায়ং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥”

বহুলা–বহুলা স্ত্রী নীলিকা//এলা//গৌঃ//ইতি মেদিনী//দেবীবিশেষঃ।

১৩০৮ সালে বিশ্বকোষ দ্বাদশ ভাগের লেখক শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, বসু মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই সকল তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বহুলা–বহুলা (স্ত্রী) বহুল–টাপ/নীলিকা/এলা/(ভাবগ্র) গো, সাভি/মেদিনী/দেবীবিশেষ।

দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানস ভূভূতঃ॥–২০

বাংলা অর্থ–তখন বহুলা মানস পর্বতের সানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনিদৃষ্টা সাবিত্রী ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথায় চলিলেন, মুনি ও সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন।

প্রত্যহং তত্র সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে॥–২১

বাংলা অর্থ–সেই মানস পর্বতে সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চারুপদা এই পাঁচজন, পরস্পর ধর্মোপাখ্যানের সদালাপ করিয়া লোক হিতাভিলাষ পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবরে বর্তমান পত্রিকায় (এগারো পাতায়) প্রকাশিত বড়বেলুনের হাজার বছরের কালীর লেখক হারাধন চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত পত্রিকা হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

প্রায় হাজার বছর আগেকার ডাকাতিয়া জঙ্গল-শ্মশানের চোদ্দো হাত কালী কালক্রমে হয়ে উঠেছেন গ্রামের বড়মা। ভাতার থানার বড়বেলুনের গ্রামের বড়কালী। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মা পূজিতা হন শ্যামা নামে। ইনিই পৌষে মা রটন্তী কালী। মা রক্ষাকালী চৈত্রে।

জাগ্রত মায়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করেই এই গ্রামের যত আনন্দ, সব থেকে বড় উৎসব। যা গোটা বর্ধমান জেলারও এক অন্যতম আকর্ষণ।

বেলন নামে কোনও বসতি বা জনপদ ছিল না। ছিল হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা এক জঙ্গল। তার গহনে ছিল এক শ্মশান। যে শ্মশান ছিল হাড় হিম করা বাংলার ডাকাতদেরই আড্ডাখানা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রায় হাজার বছর আগের কথা। ভৃগুরাম ছিলেন ভাগীরথীর তীরবর্তী কেতুগ্রামের বহুলা পীঠের এক সাধক। প্রথম যৌবনেই ভৃগুরাম বহুলাপীঠ ছেড়ে বেলুনের ডাকাতিয়া জঙ্গলের শ্মশানে গিয়ে সাধনা করতে মনস্থ করলেন।

॥দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥তৃতীয় অধ্যায়॥

বাংলার ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে'র লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই সকল তথ্য উল্লেখ করা হইল।

শিবচরিতের মতে ২৮ নং পীঠ হচ্ছে বহুলা। পড়েছে সতীর বাম বাহু। দেবীর নাম বহুলা। ভৈরবের নাম ভীরুক। পীঠনির্ণয়ের মতে বহুলা বা বাহুলার অস্তিত্ব ১২ নম্বরে। পড়েছে সতীর বামবাহু। দেবীর নাম বহুলা বা বাহুলা। ভৈরবের নাম ভীরুক বা তীব্রক। পীঠনির্ণয়ে বর্ণনা আছে এই রকম:-

"বহুলায়ং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্ত্রত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥"

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে অনুরূপ বর্ণনা। যেমন:-

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

তন্ত্রচূড়ামণিতে ও পীঠনির্ণয়ের মত বহুলার অস্তিত্ব ১২ নম্বরে। পড়েছে দেবীর বামবাহু। দেবীর নাম বহুলা দেবী, ভৈরবের নাম ভীরুক। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের পীঠবর্ণনায় বাহুলার স্থান ২৫ নম্বর পীঠে। পড়েছে দেবীর বামবাহু। দেবীর নাম বাহুলা বা বাহুলী। ভৈরবের নাম ভীরুক। দেবী ভাগবতে বহুলার নাম নেই। কুব্জিকাতন্ত্রেও নেই। চতুষ্পীঠ, সপ্তপীঠ, দশপীঠ, অষ্টাদশপীঠ অর্থাৎ রুদ্রযামল ও শঙ্করাচার্য্যের পীঠবর্ণনা এর কোনটাতেই বাহুলা বা বহুলার নাম নেই। বাচস্পত্যপীঠেও বহুলার নাম অনুপস্থিত। জ্ঞানার্নবতন্ত্রও এ বিষয়ে নীরব। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীতে ও বহুলার নাম নেই।

BANGLADARSHAN.COM

এজন্য মনে হয় যে বহুলা নয় খুব প্রাচীন পীঠস্থান। তবে শিবচরিতে এবং পীঠনির্ণয়ে-এর নাম আছে এই যা। এখন প্রশ্ন এই যে, কোথায় এই বহুলা? তীর্থপূণ্যপ্রয়াসীরা এবং ঐতিহাসিকেরা বহুলার ক্ষেত্রে আমাদের করে দিয়েছেন স্থান নির্দেশ। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে রয়েছে এই শাক্তপীঠটি। প্রাচীনকালে এই কেতুগ্রামকেই বলা হত বহুলা। গ্রাম হিসেবে যথেষ্ঠ প্রাচীন। তবে শাক্তপীঠ হিসেবে কতদিনের প্রাচীন সেটা বিচার্য। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা। কাছাকাছি স্টেশন হল কাটোয়া আহম্মদপুর শাখার অম্বলগ্রাম। কাটোয়া থেকে দূরত্ব প্রায় সতেরো কিমি। বাসেও যাতায়াত করা যায়। বর্ধমান ও কাটোয়া থেকে কেতুগ্রামের বাস পাওয়া যায়।

এই সকল পুস্তকে কেতুগ্রামের সতীপীঠ বহুলা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পীঠনির্ণয়, মহাপীঠ নিরুপণ, তন্ত্রচূড়ামণি, শব্দকল্পদ্রুম, প্রাণতোষিণীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, অন্নদামঙ্গল কাব্য, বারাহীতন্ত্র, তন্ত্রসার, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের পীঠবর্ণনা, পীঠমালা।

১২৮৪ সালে প্রকাশিত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর লেখক ৺দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বহুলায় বামবাহু, বহুলা দেবতা।
ভীরুক ভৈরব বড় ভয়ানক তথা॥

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানের লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রাম বহুলা:-পীঠনির্ণয়ের মতে দ্বাদশ শাক্তপীঠ হল বহুলাতে। এখানে পড়েছে সতীর বাম বাহু। দেবীর নাম বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাস্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্ত্রত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

পাণ্ডুলিপিভেদে কোথাও বা বহুলায়াং-এর স্থলে বলা হয়েছে বাহুলায়াং। আবার ভীরুকের স্থলে বলা হয়েছে "তীব্রকো ভৈরবো দেঃ।"

অন্নদামঙ্গলে আছে:-

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

BANGLADARSHAN.COM

জায়গাটা কোথায়, আঁচ করতে পারেন কিছু? অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে এই ভেবে? না, না, এবার আর ভয়ের কোন কারণই নেই। আমাদের ঘরের খুব কাছেই এই মহাশাক্তপীঠটি। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রাম। প্রাচীন কালে এই কেতুগ্রামকে বলা হত বহুলা বা বাহুলা। গ্রাম হিসাবে যথেষ্ট প্রাচীন। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা। কেতুগ্রাম হল অজয় নদের তীরে। আমাদের একেবারে প্রাণের সামগ্রী, কুমুদরঞ্জনের সেই কবিতার মত, স্টেশন হল–কাটোয়া আহম্মদপুর শাখার অম্বলগ্রাম। কাটোয়া থেকে দূরত্ব ১৭ কিমি। কাটোয়া কিংবা বর্ধমান থেকে বাস পাবেন কেতুগ্রামের।

কেতুগ্রাম বাস স্টপেজ হইতে সতীপীঠ বহুলা দেবীর মন্দির পাঁচ মিনিটের পথ। বাস স্টপেজ হইতে রিক্সাও পাওয়া যায়।

২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে লেখক পরিব্রাজক শিবশংকর ভারতী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বাংলার পীঠস্থান:-

বহুলা:-বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম। তীর্থ হিসাবে এই গ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা। এখন এ নামে অধিকাংশ লোকই চেনেন না। স্থানীয় যাঁরা তাঁরা বহুলোকে বলেন বহুলক্ষ্মী।

‘বাংলা ভাষার অভিধান’-এ শাক্তপীঠ বহুলার কথা উল্লিখিত হয়েছে–

“বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাস্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্ত্রত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥”

মহামায়া সতীর দেহাংশের মধ্যে বহুলাতে পড়েছিল বামবাহু। এই শাক্তপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও বহুলা। ভগবান শঙ্কর এখানে ভীরুক ভৈরব নামে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল এ লিখেছেন–

“বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥”

কেতুগ্রাম বাসস্ট্যাণ্ড হইতে বহুলা দেবীর মন্দির পাঁচ মিনিটের পথ।

কেতুগ্রামের বহুলা দেবীর নামে জমিদারী ছিল, উক্ত জমিদারের নাম হচ্ছে “লাট বহুলাপুর জমিদার।” ইহা ছাড়া আরও দুই জমিদার ছিলেন–লাট ভগবতীপুর জমিদার ও লাট যোদ বিশু জমিদার। কেতুগ্রামে কোন রাজা ছিলেন না।

কেতুগ্রামের সতীপীঠ বহুলা দেবী গুপ্ত যুগের সময় বা তারও পূর্ব হইতে দেবীর পূজা এবং সেনরাজগণের সময়েও বহুলা দেবীর পূজা অর্চনা হইত এবং বর্তমানেও পূজা অর্চনা হইতেছে। উক্ত সময়ে বহুলা দেবীর মন্দির ছিল, বর্তমানেও মন্দির আছে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাচীনকালে কেতুগ্রাম গ্রাম মধ্যে বহুলা দেবীর মন্দির ছিল ও বর্তমানে আছে এবং পূজাদি উক্ত সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হইয়া আসিতেছে। পূজা অর্চনা করিবার জন্য বহুলা দেবীর সেবাইত নিযুক্ত আছে এবং উক্ত সেবাইতগণ পুরুষাণুক্রমে বহুলা দেবীর পূজা অর্চনা ও বাৎসরিক পূজা করিয়া আসিতেছেন।

॥তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥চতুর্থ অধ্যায়॥

২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত কালীক্ষেত্র কালীঘাটের লেখক সুমন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

সতীপীঠ সৃষ্টি:-সতীপীঠ সৃষ্টির পিছনে যে পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে তা নিয়ে কেউ কেউ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। তবে সাধারণ মানুষ পীঠ উৎপত্তির পিছনে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীকেই বিশ্বাস করেন। আর সেই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় এই পীঠস্থানগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে পীঠস্থানগুলি নিয়ে একটি সংখ্যাগত অস্পষ্টতা রয়েছে। কিছু পীঠের বর্ণনা থাকছে এখানে।

৫১ পীঠের স্থানগত নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁর The Sakta Pitthas গ্রন্থটিকে নানা আলোচনা করেছেন। এছাড়া নিগূঢ়ানন্দের একান্ন পীঠের সন্ধানে গ্রন্থেও পীঠগুলির স্থানগত নির্ণয়ের সুবিধে-অসুবিধে দেওয়া রয়েছে।

তবে এই স্থানগত সমস্যার সমাধান করতে বসলে এ নিয়ে বিতর্কের শেষ হবে না কোনও দিন। তাই কোনও কোনও সতীপীঠের স্থানগত বিভ্রান্তি থেকেই যায়।

BANGLADARSHAN.COM

মহাপীঠের ধারনার সঙ্গে উপপীঠের কথাও পাওয়া যায়। এই উপপীঠগুলিও যথেষ্ট আধ্যাত্মিক গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রতিটি পীঠস্থানে দেবী স্বতন্ত্র নামে পূজিতা। আর দেবী মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব মাহাত্ম্যও বর্তমান। কারণ, শিব ও শক্তি সর্বদা একত্রে বিরাজ করেন। শিব ছাড়া শক্তি থাকেন না, শক্তি ব্যতীত শিব বিরাজ করেন না। তাই প্রতিটি শক্তিপীঠে পৃথক দেবীর মতো পৃথক ভৈরব পূজিত হন। কোনও পীঠস্থানে গিয়ে শুধু দেবীদর্শন করলেই দেবী দর্শনের যথার্থ ফললাভ হয় না। তার সঙ্গে অবশ্যই আমাদের ভৈরব দর্শন করতে হবে। তবেই পীঠদর্শন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

কালীঘাট:-মহা পবিত্র পূণ্য পীঠভূমি। এখানে দেবীর ডান পায়ের চারটি আঙুল পড়েছিল। দেবী দক্ষিণা কালী। ভৈরব নকুলেশ্বর। ভক্তরা দূরদূরান্ত থেকে কালীঘাটে আসেন। দক্ষিণা কালী অত্যন্ত জাগ্রত বলে মনে করা হয়।

ক্ষীরগ্রাম:-বর্ধমান জেলার কৈচর স্টেশনের কাছেই ক্ষীরগ্রাম। এখানেই দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলি পড়েছিল। দেবীর নাম যুগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক।

পীঠনির্ণয় তন্ত্রে রয়েছে–

“ক্ষীরগ্রামে ভৈরব ক্ষীরখণ্ডকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠ পদপ মম॥”

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন দেবীর বিশেষ স্নান ও পূজো হয়। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে।

কেতুগ্রাম:-বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের কাছে কেতুগ্রাম। প্রাচীনকালে কেতুগ্রামের নাম ছিল বেহুলা বা বহুলা। পীঠনির্ণয় তন্ত্র মতে এখানে দেবীর বামবাহু পড়েছিল। এই পীঠস্থানের দেবী বহুলা, ভৈরব হলেন ভীরুক। পীঠমালাতন্ত্রে এটি পীঠস্থান হলেও জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র ইত্যাদিতে এইস্থানের নাম পাওয়া যায় না। তবে তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে বলা হয়েছে এখানে দেবীর বামবাহু পড়েছিল।

কেতুগ্রামের সতীপীঠ 'বহুলা' দেবীর নাম বা নামে যে শ্লোকগুলি পাওয়া গিয়েছে ও যে সকল পুস্তকে আছে তা নিম্নে দেওয়া হইল।

মহাপীঠ নিরুপণ/প্রাণতোষিণী তন্ত্র/কালিকাপুরাণ/অন্নদামঙ্গল কাব্য/বারাহী তন্ত্র/তন্ত্রসার/ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ/জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের পীঠবর্ণনা/স্যার রাজরাধা কান্ত বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম/ঁদুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

॥চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥পঞ্চম অধ্যায়॥

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী, শিবকে পতিত্বে বরণ করেন কিন্তু দক্ষের মোটেই শিবকে পছন্দ নয়। একবার প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। শিব ছাড়া সকল দেবতাই ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই দক্ষ গৃহে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞ স্থলে দক্ষ শিবের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যজ্ঞ স্থলেই দেহত্যাগ করলেন। সতীর মৃত্যু সংবাদে শিব ক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষ যজ্ঞ পণ্ড করে মৃত সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। শিবের এই উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করার জন্য উপায়ন্তর না দেখে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা মৃত সতীর পবিত্র দেহ খণ্ড বিখণ্ড করলেন। সতীর ঐ খণ্ডিত দেহাংশ যে যে স্থানে পড়েছিল, সেই সেই স্থানেই গড়ে উঠেছিল পবিত্র তীর্থস্থান এবং রূপ নিল এক একটি পীঠস্থানের।

এই পীঠস্থানগুলি বর্তমানে ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও তিব্বতের মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকটি পীঠস্থানের সঠিক ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এই পীঠস্থানের তালিকা প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় নিগূঢ়ানন্দ রচিত “মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে” পুস্তকের সাহায্য অনেক ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে। ৫১টি শক্তিপীঠ ছাড়াও বহু উপপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

BANGLADARSHAN.COM

যুগাদ্যা:-দেবীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ দেবী যুগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে অবস্থিত। বৈশাখ সংক্রান্তিতে মহামেলা হয়।

নলহাটি:-সতীর নলা, দেবী কালী, ভৈরব যোগেশ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নলহাটি জংশন স্টেশন হইতে মাইল খানেক পশ্চিমে টিলার উপরে দেবীর মন্দির। অনেকে দেবীর নাম কালী না বলে ললাটেশ্বরী বলেন।

অট্টহাস:-দেবীর ওষ্ঠ, দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার স্টেশন লাভপুর হইতে ২ কিমি দূরে এই পীঠস্থান অবস্থিত। লুপলাইনে আহম্মদপুর স্টেশনে নেমে বাসে যাওয়া সুবিধাজনক। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান লাভপুর।

বহুলা:-সতীর বামবাহু, দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে ১৭ কিমি দূরে কেতুগ্রামে অজয় নদের তীরে অবস্থিত তীর্থস্থান।

পি, এস, বাকচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ভারতবর্ষীয় একান্ন পীঠস্থান–

বহুলা–সতীর বামবাহু। বিগ্রহ দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। বর্ধমান সন্নিকটস্থ কাটোয়ার কেতুগ্রামে অবস্থিত।

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা:-

বহুলায়–বামবাহু, দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। ইনি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। হাওড়া হইতে রেলে কাটোয়া পর্যন্ত। কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তীর্থস্থান।

॥পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥ষষ্ঠ অধ্যায়॥

২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একান্ন মহাপীঠ ও দশমহাবিদ্যার লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

দেবীপীঠ পরিচয়:-সতী হলেন পূর্ণব্রহ্মের আদিশক্তি। অর্থাৎ আদ্যাশক্তি মহামায়া। এই মহাশক্তি জগদব্যাপ্ত। আদ্যাশক্তির প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট। এই মহাশক্তির দিব্যদেহ থেকে উৎপন্ন শব্দরাশি অনুলোম ও বিলোমের মাধ্যমে অকারদি 'ক্ষ' কারান্ত পঁয়ত্রিশটি মিলিয়ে মোট একান্নটি বর্ণের সৃষ্টি। এই একান্ন বর্ণমালার অধিষ্ঠানকেই বলা হয় একান্ন মহাপীঠ।

একান্ন সতীপীঠের উৎপত্তির যে পৌরাণিক বৃত্তান্ত তা কারও অজানা নয়। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলে দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালের মূর্তি ধরে সেই সতীদেহ নিয়ে প্রথমে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকেন সর্বত্র। প্রলয় অবশ্যম্ভাবী বুঝে দেবতারা শিবকে শান্ত করার জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। শ্রীবিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করতে থাকেন সতীদেহ। বিচ্ছিন্ন দেহাংশ যে যে স্থানে পতিত হয় সেই সেই স্থানকেই চিহ্নিত করা হয় পবিত্র সতীপীঠ হিসাবে। এর প্রধান অংশগুলি একান্ন মহাপীঠের অন্তর্গত সতীপীঠ। অনান্য অর্থাৎ অলংকারাদি যেখানে পতিত হয় সেই স্থান প্রসিদ্ধ হয় উপপীঠ হিসাবে। শিবপুরাণে ছাব্বিশটি উপপীঠের উল্লেখ আছে।

BANGLADARSHAN.COM

কামাক্ষা–(কামরূপ) অসমের কামরূপ জেলার নীলপর্বতে। এখানে দেবীর যোনিপীঠ। ভৈরব উপানন্দ।

বহুলা–কেতুগ্রাম। দেবী বহুলা। ভৈরব ভীরুক।

১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড প্রথম প্রকাশিত পৃথিবীর মাতৃসাধনার লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বহুলা–পীঠনির্ণয়ের মতে এখানে দেবীর বামবাহু পড়েছিল। দেবীর নাম বহুলা। ভৈরবের নাম ভীরুক। পীঠটি অবস্থিত বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে। প্রাচীনকালে কেতুগ্রামকে বলা হত বহুলা বা বাহুলা। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা।

সতীপীঠের নাম বহুলা, এখানে সতীর বামবাহু পড়িয়াছিল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা বা স্থানীয় নামানুসারে বহুলাক্ষী। সাড়েতিন হাত উচ্চ কষ্টি প্রস্তর খণ্ডের সম্মুখভাগে খোদিত বহুলাদেবীর মূর্তি তিন বেদী বিশিষ্ঠ। প্রথম ও দ্বিতীয় বেদী হচ্ছে ষোড়শো পদ্মের এবং তৃতীয়টি শিবলিঙ্গের উপর দণ্ডায়মানা, ত্রিনয়না, স্তিমিতনেত্রা ও চতুর্ভূজা মূর্তি। তাঁহার দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে কঙ্কাতিকা, বামোর্ধ্ব হস্তে দর্পণ, কর্ণে বিচিত্র কর্ণাভরণ ও মস্তকে কিরীট (দেবীর মস্তকে সম্ভবত শিবের প্রতীক দেখা যায়)।

২০১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ছুটির ঠিকানা, তীর্থ দর্শন-ভ্রমণ গাইডের লেখকদ্বয় রমেশ দাস ও সৌম্যশান্ত শাসমল মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

দেবীপীঠ–কেতুগ্রাম। দেবী–বহুলা। দেহাংশ–বামবাহু। ভৈরব–ভীরুক।

বর্ধমানের কেতুগ্রামে দেবী বহুলার সতীপীঠ। কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলাই ছিল। বহুলা দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন এবং ভগ্নপ্রায়। দেবী চতুর্ভূজা। এক হাতে কঙ্ক অর্থাৎ চিরুণী এবং অন্য দ্বিহস্তে বর ও অভয় প্রদানরতা মুদ্রা। দেবী বহুলাকে এমন ভাবে কাপড় পরানো হয় যাতে, দেবীর মুখমণ্ডল ছাড়া সবকিছুই বস্ত্রে আবৃত থাকে। দেবীর ডানদিকে অষ্টর্ভূজ গণেশ ও বামদিকে লক্ষ্মী।

১৩৭৯ সালের ২৮শে মাঘ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলার লুপ্ত দেবদেবী ও উৎসবের লেখক সুনীল ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত প্রতিবেদন হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

পৌরাণিক একান্নপীঠের কথা আমরা সকলেই জানি। লামাদের তন্ত্রে ও পুরাণে যে একান্নপীঠের কথা বলা হইয়াছে তার পাঁচটি মহাপীঠ আছে বীরভূমে।

পাঁচটি মহাপীঠ হলো–
১) পট্টহাসের ফুল্লরাদেবী ও বিশ্বেস ভৈরব।
২) নলহাটির কালিকাদেবী ও যোগীশ ভৈরব।
৩) বহুলা ও কেতুগ্রামে বহুলাদেবী ও ভীরুক ভৈরব।
৪) ক্ষীরগ্রাম যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরক ভৈরব।
৫) বক্রেশ্বর মহিষমর্দ্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

BANGLADARSHAN.COM

১৩১৪ সালে প্রকাশিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪বর্ষ-১ম সংখ্যার গ্রাম দেবতার লেখক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যুন্য সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫/১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত।

১) অট্টহাস–দেবী ফুল্লরা–লুপলাইন আমোদপুর স্টেশনের নিকট।
২) কিরীট–দেবী বিমলা–বহরমপুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত।
৩) নলহাটি–দেবী কালিকা–লুপলাইন নলহাটি স্টেশন।
৪) বহুলা–দেবী বহুলা–কাটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রাম।
৫) ক্ষীরগ্রাম–দেবী যুগাদ্যা–কাটোয়ার সন্নিহিত।

৬) বক্রেশ্বর–দেবী মহিষমর্দ্দিনী–বীরভূম সিউড়ির নিকট।

৭) নন্দিপুর–দেবী নন্দিনী–লুপলাইন সাঁইথিয়া স্টেশন।

॥ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সপ্তম অধ্যায়॥

১৪২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত তীর্থ পরিষেবার (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) লেখক স্বামী সারস্বতানন্দ মহারাজের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রাম–বামবাহু–বহুলা–ভীরুক।

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বামবাহু পতিত হয়। বর্ধমানের কাটোয়া শহরের নিকটে। দেবী বহুলা নামে খ্যাতা। ভৈরব হলেন ভীরুক। দেবীর মাথায় মুকুট, দেবী চতুর্ভূজা। অতীতের ঐতিহ্য অনুযায়ী এখানে মহানবমী তিথিতে মহিষ ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। মন্দিরের সামনে একটি পুকুর আছে।

প্রচলিত কথা–এই পুকুরে স্নান করলে পাপ মুক্ত হওয়া যায় এবং অনেক রোগমুক্তি ঘটে।

১৩০৯ সালে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের লেখক শ্রীনিখিল নাথ রায় বি, এল, মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই সকল তথ্য উল্লেখ করা হইল।

প্রাচীন কাল হইতে বহুলা (সতীপীঠ দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক) দেবীর অস্তিত্ব থাকিলেও কোন সময় হইতে তাহার প্রসিদ্ধি প্রকাশিত হয় তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। পীঠস্থান সমূহের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিলেও, কোন সময় হইতে তাহার প্রসিদ্ধি হইয়া উঠে, ইহা অবধাবন করা নিতান্ত সহজ নহে।

BANGLADARSHAN.COM

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, কিন্তু বলবওর প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্ট জন্মের ৪৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পীঠস্থান সমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশের ঐতিহাসিক কাল স্থির করা যাইতে পারে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই যে সমস্ত পীঠস্থানেরই প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরে গুপ্তবংশীয়গণ ভারতের সম্রাট হন। পাটুলীপুত্র তাঁহাদের রাজধানী ছিল, ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়, রাঢ়, বঙ্গ ও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে তাঁহাদের এক শাখা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। উক্ত কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী হইতে অভিন্ন। গুপ্ত সম্রাটগণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের যে মুদ্রায় কমলাত্মিকা, কোন কোন মুদ্রায় সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী হইতে ও ঐরূপ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাঢ় প্রদেশ গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত থাকায় সেই সময় হইতে বহুলা (সতীপীঠ দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক) দেবীর প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে আরব্ধ হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। গুপ্তবংশীয়গণ খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৪০০ বৎসর হইতে খৃষ্টজন্মের পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পর হইতে বহুলা দেবীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইতে আরব্ধ হয় বলিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সমগ্র রাঢ় প্রদেশে সেই সময় হইতেই শক্তি-উপাসনা প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে, অদ্যাপি রাঢ় প্রদেশে শক্তি-উপাসনার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। গুপ্তবংশের অব্যাহতি পরে গৌড়দেশে প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহার অনেক পর শূরবংশ, পালবংশ ও অবশেষে সেনবংশের রাজত্বের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

॥সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥অষ্টম অধ্যায়॥

১৪০২ সালে পঞ্চদশ সংস্করণ প্রকাশিত কামাখ্যা তীথের লেখক শ্রীধরণী কান্ত দেবশর্মা, পাণ্ডা বড়পূজারী কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, উক্ত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

আমাদের পূণ্যভূমি ভারতের হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থগুলি এমন সুরম্য স্থানে অবস্থিত যে, সেখানে উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই দেহ মন পবিত্র হইয়া উঠে নবজীবন লাভ হয়।

এই ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থ বিদ্যমান। রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র কহিয়াছেন–

"ভব সংসার ভিতরে ভব ভবানী বিহবে।"

কবিবরের মতে, সর্বভূতেই শিব-শিবা বিরাজমান।

কালিকাপুরাণ–

তস্মিন যজ্ঞে বৃতঃ শম্ভূর্ণ দক্ষেণ মহাত্মনা।
কপালিতী বিনিশ্চিতা তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি॥ ৩০

কপালিভার্য্যেতি সতী দয়িতাপি সূতা নিজা।
নাহুতা যজ্ঞবিষয়ে দক্ষেণ দোষদর্শিনা॥ ৩১

BANGLADARSHAN.COM

শতং শতং যোজনানাং তুঙ্গমাসীদিগরিত্রয়ম্।
তদাক্রান্তং মহাদেব্যা সর্ব্বমেব হ্যধোগতম্॥ ৬৪

সতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্বং ত্যক্তদেহা স্বজন্মনে।
অগচ্ছন্মেনকাং দেবী শৈলরাজস্য যোষিতম্॥ ৮৬

তাং সমুৎপাদয়ামাস মেনকাজঠরে গিরিঃ।
লক্ষ্মীমিব পূরা খ্যাত্যাং ভৃগুঃ স্বতনয়ো মম॥ ৮৭

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ–

যদা নিক্ষিপতে পাদং ধরণৌস মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব যৌগপদ্যেন ক্ষিপংশ্চক্রং চকর্ত্তসঃ॥ ৩০

চক্রেণ বিষ্ণুনা চ্ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্তু তে।
নিপেতু বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ॥ ৩১

যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ।
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন॥ ৩৩

তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দিকুপালাশ্চারণাদয়ঃ।
স্বলোকেভ্যঃ সমাগত্য সেবন্তেহহরহঃ সতীম্॥ ৩৬

এবং বিলপমানং তং দক্ষং নাম প্রজাপতিম্।
দধীচিঃ স্বয়মাগত্য তমুবাচ প্রজাপতিম্॥ ১৬

আকাশে ধরনৌ তোয়ে বৃক্ষাদৌ পশুপক্ষিনোঃ।
সর্ব্বস্ত্রীলিঙ্গ পূংলিঙ্গং নৈক্ষঃ শিবসতীময়ম্॥ ১৭

মমৈব বচ আকর্ণ্য শ্রেয়ঃ প্রেন্সঃ প্রজাপতে।
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি হৃদি ধ্যায় সতীশিবৌ॥ ২১

BANGLADARSHAN.COM

॥অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥নবম অধ্যায়॥

১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর লেখক ৺দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রচারিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামবাসী ৺দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন না। সুতরাং তদীয় গ্রন্থে ইদানীন্তন কালের রুচিকর গুণের সমাবেশ একান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্তিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে এত ভক্তিরস বর্ষণ করিয়াছেন, যে তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারেন না। দিন দিন কত গ্রন্থ জন্মিতেছে, কালস্রোতে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু মুখোপাধ্যায়ের সেই ভক্তির সামৃত অদ্যাপি গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই বলেই বর্ত্তমান সাহিত্য সংসারে ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের উহার প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও সমাদর আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কবি আদিরস বর্ণনায় এত সাবধান ছিলেন যে এই গ্রন্থ পিতাপুত্র এবং শিক্ষকছাত্র একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে পাঠ করিতে পারা যায়।

হরিদ্বার হইতে মাতা কাশ্মীরে আইলা,–

BANGLADARSHAN.COM

জলন্ধর জ্বালামুখী বামেতে রাখিলা।
ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিলা গঙ্গা মারে,
এই কোন স্থান মা গো বলছ আমারে।
গঙ্গা কন, শুন মম নাম দিল সতী,
শিব নিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি।
পতিনিন্দা শুনি আমি ছাড়িলাম কায়,
শিব আসি সে শরীর করিল মাথায়।
করিলা একান্ন খণ্ড চক্রে চক্রপাণি,
পড়িল যেখানে অঙ্গ শুনহ সে বাণী।
মহাপীঠ-মাহাত্ম্য অভক্তে বলা নয়,
ভক্ত তুমি, এই জন্যে কহি গুণময়।

ব্রহ্মরন্ধ্র প্রথম পড়িল হিঙ্গুলায়,
ভীমাক্ষ ভৈরব ভক্ত রক্ষক তথায়।
দেবী তাহে কট্টরিয়া ত্রিগুণ-ধারিণী,
দিগম্বরী চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িণী।

জলন্ধরে স্তন, দেবী ত্রিপুরমালিনী,
ভৈরব ভীষণ বটে, সিদ্ধিদাতা তিনি।

মানসরোবরে দক্ষ হস্ত হে আমার,
দেবী দাক্ষায়ণী, হর ভৈরব তাহার।

বামস্কন্ধ মিথিলায় উমা নামে দেবী তায়,
কাঞ্চীদেশে পড়িল কঙ্কালি।

বহুলায় বামবাহু, বহুলা দেবতা,
ভীরুক ভৈরব বড় ভয়ানক তথা।

হৃদ পড়ে বৈদ্যনাথে, জয়দুর্গা দেবী যাতে,
বৈদ্যনাথ ভৈরব সে স্থানে।

শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণ তলে,
অন্য পীঠ বল মা যেখানে।

BANGLADARSHAN.COM

নেপালেতে জানু, তাহে দেবী মহামায়া,
কপালী আছেন রক্ষা হেতু যেন ছায়া।

কামাখ্যা দেবতা, মহামুদ্রা কামাখ্যায়,
মাধব ভৈরব দয়ানন্দ সেবে যায়।
গুণাতীতা মুদ্রা বক্র–পাষাণ-রূপিণী,
দর্শনে স্পর্শনে মোক্ষ পদ দেন তিনি।
কৈলাস সমান বাছা প্রিয় সেই স্থান,
যে বর যে চাহে, আমি করি তারে দান।
সর্ব্বত্র বিরল থাকি, ছায়া যেন ফিরে,
কামরূপে আপনি বেড়াই ঘরে ঘরে।

কালীঘাটে পড়ে দক্ষ পদাঙ্গুলি-মূল।
নকুলেশ ভৈরব সেখানে সানুকুল।

একান্ন পীঠের কথা সাঙ্গ বাছা এই,
রহিল পশ্চাৎ দেখ কাশ্মীরাদি সেই।

এই কথা ভগীরথে কহিতে কহিতে,
দ্বিজ বলে, মহাবেগে আইল নেপালেতে।

দ্রবিড় দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণে রাখিয়া,
প্রভাস তীর্থেতে পরে মিলিল আসিয়া।

২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের দেবদেউল পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতির লেখক ডঃ রাম রঞ্জন দাস মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। আর্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ তিনটি ধারায় ছিল–জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্য। কোন কোন ধারার অনুপ্রবেশ ঠিক কোন কোন সময়ে ঘটেছিল তা বলা শক্ত তবে ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ যে প্রথমে ঘটেছিল এমন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। বরাকরের বেগুনিয়া মন্দিরগুলির একটিতে জৈন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে, কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা প্রকৃতপক্ষে একজন জৈন দেবতার নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছিল। আসানসোল সালামপুর অঞ্চলে অরাফ উপাধিধারী যে একশ্রেণীর লোকেরা বসবাস করত তাদের বংশধরেরা নিজেদের জৈন বলে আজও পরিচয় দিয়ে থাকে। এরপর এসেছিল বৌদ্ধধর্মের প্লাবন। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মতবাদ প্রচলিত লৌকিক ধর্ম ও ভাবধারার সঙ্গে সিলে গিয়ে এক নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল যা আজ জনগণের সংস্কৃতিভুক্ত হয়ে পড়েছে। আনুমানিক, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের বাগদি রাজা বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

ইতিমধ্যে বাহ্মণ্য ধর্ম অনুপ্রবেশ করেছিল বটে, কিন্তু তা ছিল উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমিত, জনগণ ছিল বৌদ্ধবাদী।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে আবার শৈবতন্ত্র ও শিবশক্তির আরাধনার প্রসার ছিল। নিম্নশ্রেণীর বাসুলী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য মূর্তি বর্তমানে দেখা যায় তা তন্ত্রোক্ত দেবী, যেমন–বরাকরের কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বহুলা মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। বামে কার্তিক ও দক্ষিণে গণেশের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

॥নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥

চলিবে।